ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 093 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৯৩ ● কলকাতা ● ২২ চৈত্র, ১৪৩২ ● সোমবার ● ০৬ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

সোনা পাপ্পুকে আড়াল করার চেষ্টা? অভিযুক্তের তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে সাসপেন্ড কসবা থানার ওসি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফের রদবদল পুলিশ বাহিনীতে। এবার সাসপেন্ড কসবা থানার ওসি। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুকে আড়াল করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।এর আগে ২০২২ সালে তার নাম কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের তালিকায় জুড়ে জেলবন্দি করেছিল কলকাতা পুলিশ। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বেরিয়ে আসে এবং আবার শুরু হয় প্রভাব-প্রতিপত্তি।এবার কসবা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দেবনাথকে সরিয়ে দিয়েছে লালবাজার। অপরাধীদের তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

সূত্রের খবর, অপরাধীদের তালিকা থেকে সোনা পাপ্পুর নাম বাদ দিয়েছেন। সোনা পাপ্পু ওরফে বিশ্বজিৎ পোদ্দারের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের মামলা রয়েছে। জানা গিয়েছে, সোনা পাপ্পুকে আগামী ৮ এপ্রিল

এরপর ৪ পাতায়

পর্ব 252

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

মনে কর অনেক বড় এক জলের ট্যাঙ্ক আছে, আর ঐ ট্যাঙ্কে এক পাইপ দেওয়া হয়েছে।

আর ঐ পাইপের অন্য প্রান্ত কেউ মুখে ধরে রেখেছে। আর এইরকম প্রান্ত মুখে সারাজীবন যদি ধরে রাখে তবুও ঐ ট্যাঙ্কের জল ঐ ব্যক্তির খাবার জন্য মিলবে না। ঐ প্রান্ত মুখে রেখে শোষণ করতে হবে, টানতে হবে। তবেই জল মুখে আসতে পারবে।

ক্রমশঃ

ভোটার আইডি পরীক্ষা করবে বিএসএফ, নজরে থাকবে CCTV-ও , কমিশনের নির্দেশে বিভ্রান্তি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে নির্বিঘ্ন রাখতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর ভূমিকা আরও জোরদার করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, নির্বাচনের জন্য প্রায় আড়াই থেকে তিন লক্ষ কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হচ্ছে, যা দেশের সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বৃহৎ নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে শান্তিপূর্ণ, স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ রাখা। তবে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কও শুরু হয়েছে। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, ভোটার আইডি যাচাই এবং সিসিটিভি পর্যবেক্ষণের মতো কাজ নির্বাচন কমিশনের অধীনস্থ কর্মীদের দায়িত্ব, সেখানে বিএসএফ-এর সরাসরি হস্তক্ষেপ নিয়মবহির্ভূত হতে পারে। তাঁদের দাবি, এতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে।প্রতিটি বুথে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা জওয়ান থাকবেন, যারা ভোটারদের পরিচয়পত্র যাচাইয়ের কাজে সহায়তা করবেন। পাশাপাশি, ভোটকেন্দ্রে বসানো সিসিটিভি ক্যামেরাগুলির তত্ত্বাবধান এবং পর্যবেক্ষণের দায়িত্বও বিএসএফ-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ক্যামেরাগুলি সঠিকভাবে কাজ করছে কি না এবং ফুটেজ ঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতে বিশেষ কর্মীও নিযুক্ত থাকবে।

নির্দেশিকা অনুযায়ী, আসাম, কেরালা, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ-এই পাঁচটি রাজ্যের ভোটকেন্দ্রগুলিতে বিএসএফ সদস্যদের মোতায়েন করা হবে।

এছাড়াও, একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক নির্দেশে বলা হয়েছে যে, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় এই পাঁচ রাজ্যে কর্মরত ইন্সপেক্টর বা তার উর্ধ্বতন পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের বর্তমান দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এই সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করে দ্রুত বদলির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সীমান্ত সদর দপ্তরকে যত দ্রুত সম্ভব এই কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাতগাছিয়ার সভায় জনগনকে কাছে টানলেন অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আপনারা পরিবার আমার, আপনারা খালি আদেশ করবেন। আমি আছি তো।' দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাতগাছিয়ার সভা থেকে আত্মবিশ্বাসী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় শোনা গেল চ্যালেঞ্জের সুর। সভা থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, "দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভোট প্রতিবারের মতই এবারও শেষ দফায় হচ্ছে।জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, "এখানে তো ব্যবধান বাড়ানোর লড়াই। এখানে বিধানসভাগুলি নিজেরা লড়ছে উন্নয়ন আর ব্যবধানে কে এক নম্বর হবে সেই নিয়ে।" এসআইআর নিয়ে মানুষকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের জেদ যতই এফআইআর আর এসআইআর হোক, ৬০ হাজারের ব্যবধান এবার ৭০ হাজার হবে। এরা আপনাদের ভয় পায়। কোনও ভোট বাদ পরবে না। সবার নাম ওঠানোর দায়িত্ব আমাদের। সব

এরপর ৩ পাতায়

মোথাবাড়ির ঘটনাকে 'তৃণমূলের মহাজঙ্গলরাজ' বললেন মোদি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জুডিশিয়াল অফিসারদের রাতভর আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন বিক্ষুব্ধ জনতা। গত ১ তারিখ মালদহের মোথাবাড়ির এই ঘটনা রাজ্যে ভোটের আগে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল। প্রশ্ন উঠেছিল, প্রশাসনিক কাজ করতে যাওয়া বিচারকদের সঙ্গেই যদি এমনটা ঘটে, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?তাঁর কথায়, "গোটা দেশ দেখেছে, কীভাবে বিচারকদের আটকে রাখা হয়েছিল। তৃণমূলের শাসনে বিচারকরাও রেহাই পান না। কালিয়াচকের ঘটনা তৃণমূলের নির্মম সরকারের মহাজঙ্গলরাজের উদাহরণ। সরকার বিচারকদের নিরাপত্তা দিতে পারে না, তাহলে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা হবে।" আরও অভিযোগ, "তৃণমূলের নির্মমতা এতটাই যে সংবিধানের গলা টিপে মেরে ফেলতে চাইছে। ওদের হাতে আইনশৃঙ্খলার শবদেহ বেরিয়েছে।" কিন্তু মোদির অভিযোগ কতটা সত্যি, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কারণ, এই মুহূর্তে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নির্বাচন কমিশনের হাতে। তাই কোথাও কোনও ঝামেলা হলে তার দায় তো কমিশনেরই। বিষয়টি নিয়ে দিল্লিও বেশ কড়া প্রতিক্রিয়া জানায়। রবিবার কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের তীব্র সমালোচনা শোনা গেল। বললেন, "মালদহে যা হল, নির্মম সরকারের

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

সাতগাছিয়ার সভায় জনগনকে কাছে টানলেন অভিষেক

জায়গায় ক্যাম্প হয়েছে। বিজেপি চায় আপনারা চিন্তিত থাকুন।" দলের কর্মীদের নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, প্রচার এবং ভোটের কাজ যেমন চলছে তা চলবে। কিন্তু নজর রাখতে হবে যাতে কারোর নাম যেন বাদ না যায়। এই কাজ দলের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করিয়ে দেন তিনি।ভোট যত দফাতেই করুক, এদের রফা-দফা দক্ষিণ ২৪ পরগনাই করে। এবারও করবে।" বিজেপি প্রার্থীকে সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে বলেন, "বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়েছিল বিষ্ণুপুরে, এবার দাঁড়িয়েছে সাতগাছিয়ায়। সাধারণত এক ছাত্র দু'বার ফেল করলে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়। এই প্রার্থী ২০২১ সালে একবার ফেল করেছে । আবার ২০২৬ সালে ফেল করে মাঠছাড়া হবে।"

বিজেপিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন, "সাতগাছিয়াতে আমি রিপোর্ট কার্ড আনতে বলব না। ২০১৪ সালে মোদি এসেছে ক্ষমতায়। সেই বছর অভিষেক সাংসদ হয়েছে। দু'জনের ১২ বছরের রিপোর্ট কার্ড আনব। ডবন ইঞ্জিন বনাম সিঙ্গেল ইঞ্জিনের সরকারের হিসেব আনব। মাঠ ছাড়া করব।" দলের কর্মীদের বার্তা দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এবারের চ্যালেঞ্জ সব গ্রাম পঞ্চায়েতে জিততে হবে। অনেককে ফোন করে অনেক কিছু বলা হবে। বিজেপির এখানে কোনও কাজ করার লোক নেই। টাকা দিতে চাইলে সবাই টাকা নিয়ে নিন। এটা বাংলার টাকা যেটা মোদী আটকে রেখেছে। যেভাবে ২০২৪ সালে হয়েছে, সেইভাবে এবারও পদ্ম ফুল থেকে টাকা নেবেন আর জোড়াফুলকে ভোট দেবেন।"

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালিদের উপর অত্যাচারের কথা তুলে ধরে অভিষেক বলেন, "বিজেপি বলেছে বাংলা বলে কোনও ভাষা নেই। বাংলা ভাষায় কথা বললে অত্যাচার করেছে। তাদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে।" ডায়মন্ড হারবারে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে তৃণমূল সাংসদ বলেন, "মানুষের টাকা আটকাতে পারেনি। ডায়মন্ড হারবারে সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার কাজ আমরা করেছি গত পাঁচ বছরে। আগুনে পুড়ে যাওয়া দোকান ফের বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

রাজ্যজুড়ে বিজেপির বিধায়কদের আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, "এরা যে বিধানসভা জিতেছে সেখানেও দশ পয়সার বারতি কাজ দিল্লি থেকে নিয়ে আসেনি।" তিনি বলেন, "ডায়মন্ড হারবার দিল্লির কাছে বশ্যতা স্বীকার করেনি। আমাদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছে বিজেপি। তৃণমূল মাঠে-কোর্টে-পার্লামেন্টে সব জায়গায় লড়ছে। একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একা মুখ্যমন্ত্রী যিনি আদালতে সওয়াল করেছেন।"

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ে জানিয়েছেন, "এই দক্ষিণ ২৪ পরগণায় যারা আবাসের আবেদন করেছেন, তার মধ্যে ৯০ শতাংশ কাজ হয়েছে বাকি ১০ শতাংশ কাজ দ্রুত হয়ে যাবে।" ১৮টি অঞ্চলের সবগুলিতে জেতার আহ্বান জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১ম পাতার পর)

সোনা পাপ্পুকে আড়াল করার চেষ্টা? অভিযুক্তের তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে সাসপেন্ড কসবা থানার ওসি

তলব করেছে ইডি।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনের মুখে গত বুধবার সকাল থেকেই অ্যাকশন মুডেছিল ইডি । বালিগঞ্জের জোড়া ঠিকানায় তল্লাশি চালায় তদন্তকারীদের দল। ইডি সূত্রে খবর, এর মধ্যে একটি ঠিকানা ছিল সোনা পাপ্পুর বাড়ি। আর্থিক প্রতারণা মামলার তদন্তে সোনা পাপ্পুর (Sona Pappu) বাড়িতে এই অভিযান চালানো হয়।

ফার্ন রোডে তাঁর বিলাসবহুল বাড়িতে হানা দেয় ইডি আধিকারিকরা। অভিযোগ, নির্মাণকাজের নামে কোটি কোটি টাকা তুলেছে সোনা পাপ্পু আর সেই টাকা তিনি পৌঁছে দিতেন প্রভাবশালীদের কাছে। সেই বিপুল পরিমাণ টাকার সূত্র খুঁজতেই সেদিনের অভিযান চালানো হয়।

জানা গিয়েছে, সোনা পাপ্পুর ফার্ন রোডের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় অস্ত্র। পাশাপাশি, পাপ্পু ঘনিষ্ঠ এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা। কিছুদিন আগে, গোলপার্কের কাঁকুলিয়া রোডে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সোনা পাপ্পুকে।

এই ঘটনার পরেই ক্ষোভের কথা বলেন স্থানীয়রা। উঠে আসে এলাকা দখল ও বস্তি দখল প্রসঙ্গ, বেআইনি নির্মাণ-সহ একাধিক বিষয়। নেপথ্যে সোনা পাপ্পু। কসবা, ঢাকুরিয়া আর রামলাল বাজার চত্বরে নাকি ত্রাস এখন সে-ই। স্থানীয়দের অভিযোগ, কলকাতা পুরসভার ৬৭ নম্বর ও ৯১ নম্বর ওয়ার্ডে শাসকদলের হয়ে যাবতীয় নিয়ন্ত্রণের কাজ করে সোনা পাপ্পু। বাসিন্দাদের অভিযোগ আরও গুরুতর—বিগত পুরভোট হোক বা অন্য কোনও নির্বাচন, বিরোধীদের 'ঘরবন্দি' করতে সোনা পাপ্পুই নাকি শাসকদলের পছন্দের হাতিয়ার।

(২ পাতার পর)

মোথাবাড়ির ঘটনাকে 'তৃণমূলের মহাজঙ্গলরাজ' বললেন মোদি

মহাজঙ্গলরাজের নিদর্শন। গোটা দেশ দেখেছে কীভাবে বিচারকদের হেনস্তার মুখে পড়তে হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির শবযাত্রা বেরিয়েছে এই তৃণমূলের আমলে।" প্রশ্ন তুললেন, সরকার যদি বিচারকদের নিরাপত্তা দিতে না পারে তাহলে আমজনতার কী হবে?

তাঁর কথায়, "গোটা দেশ দেখেছে, কীভাবে বিচারকদের আটকে রাখা হয়েছিল। তৃণমূলের শাসনে বিচারকরাও রেহাই পান না। কালিয়াচকের ঘটনা তৃণমূলের নির্মম সরকারের মহাজঙ্গলরাজের উদাহরণ। সরকার বিচারকদের নিরাপত্তা দিতে পারে না, তাহলে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা হবে।"

ঘটনা গত বুধবার, ১ এপ্রিলের। ভোটার তালিকায় নাম না ওঠায় জনরোষ আছড়ে পড়েছিল এসআইআরের কাজে যাওয়া বিচারকদের উপর। রাতদুপুরে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে মালদহের কালিয়াচক ২ ব্লকের মোথাবাড়ি। অভিযোগ, বিক্ষোভকারী জনতা দীর্ঘক্ষণ ধরে কালিয়াচক ২ বিডিও অফিসে আটকে রাখেন সাতজন জুডিশিয়াল অফিসারকে। তাঁদের ঘিরে চলে বিক্ষোভ। ১২ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বসেন বিক্ষোভকারীরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা থমকে যানচলাচল। এত উত্তপ্ত পরিস্থিতিতেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর দেখা মেলেনি বলে অভিযোগ। তাতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় প্রশ্ন ওঠে। পরে অবশ্য পুলিশের হস্তক্ষেপে বন্দিদের উদ্ধার করা হয়। এর জেরে সুপ্রিম কোর্টে কড়া ধমক খেতে হয় কমিশনকে। রবিবার কোচবিহারের ভোটপ্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী মোদি অবশ্য তির ঘুরিয়ে দিলেন তৃণমূল সরকারের দিকে।

সম্পাদকীয়

নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'ধ্যান নেতাদের বৈশ্বিক সম্মেলনে' উপরাষ্ট্রপতি শ্রী সি. পি. রাধাকৃষ্ণন ধ্যানকে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্বচ্ছতার পথ হিসেবে তুলে ধরলেন

উপরাষ্ট্রপতি শ্রী সি. পি. রাধাকৃষ্ণন আজ 'ভারত মণ্ডপম'-এ অনুষ্ঠিত 'ধ্যান নেতাদের বৈশ্বিক সম্মেলনে' (গ্লোবাল কনফারেন্স অফ মেডিটেশন লিডারস)—যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'সামগ্রিক জীবনযাপন ও একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্বের জন্য ধ্যান'—বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সম্মেলনের আয়োজন করেছিল 'পিরামিড স্পিরিচুয়াল সোসাইটিজ মুভমেন্ট' এবং 'বুদ্ধ-সিইও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন'।

আয়োজকবৃন্দ, বক্তা, ধ্যানগুরু এবং অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে উপরাষ্ট্রপতি, সামগ্রিক জীবনযাপন ও বিশ্বশান্তির পথ হিসেবে ধ্যানের প্রচার ও প্রসারে তাঁদের অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তামিলনাড়ুর শ্রদ্ধেয় ঋষি 'তিরুমুলার'-এর শিক্ষার কথা স্মরণ করে শ্রী সি. পি. রাধাকৃষ্ণন বলেন যে, ধ্যান হলো অনেকটা অন্তরের প্রদীপ জ্বালানোর মতো একটি প্রক্রিয়া, যা অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে মানুষকে সত্য ও শান্তির পথে পরিচালিত করে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, তিরুমুলার মানবদেহকে একটি মন্দির হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং ধ্যানকে সেই মন্দিরের অভ্যন্তরেই অবস্থিত 'ঐশ্বরিক সত্তা' বা পরমাত্মাকে উপলব্ধির মাধ্যম হিসেবে অভিহিত করেছেন।

বর্তমান বিশ্ব যে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছে—এ বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন যে, সংঘাত কেবল বাহ্যিক জগতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা মানুষের অন্তরেও বিদ্যমান। এই প্রেক্ষাপটে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ধ্যান শান্তি, মানসিক স্বচ্ছতা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে এক আমূল পরিবর্তনকারী ভূমিকা পালন করতে পারে; পাশাপাশি এটি অন্যদের কথা শোনা ও তাঁদের অনুধাবন করার সক্ষমতাও বাড়ায়।

উপরাষ্ট্রপতি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, ধ্যানের প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে মানুষের সত্তাকে রূপান্তরিত করার মধ্যেই। তিনি বলেন, ধ্যান মানসিক চাপ কমাতে, মনোযোগ বৃদ্ধি করতে, মানসিক দৃঢ়তা বা সহনশীলতা বাড়াতে এবং অতিরিক্ত চিন্তা বা অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত সমস্যাগুলো মোকাবিলায় সহায়তা করে।

অর্থবহ জীবনযাপনের বিনিময়ে কেবল বস্তুগত সাফল্যের পেছনে অবিরাম ছুটে চলা নিয়ে উপরাষ্ট্রপতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, যদিও ধনসম্পদ মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম নিশ্চিত করতে পারে, তবুও লক্ষ্য রাখতে হবে এসব যেন আমাদের জীবনের মূল সত্তা বা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে আচ্ছন্ন করে না ফেলে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ধ্যান মানুষের চিন্তাশক্তিকে শাণিত করে এবং ব্যক্তিকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও তৃপ্তিদায়ক জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলে। এছাড়া তিনি এই ভ্রান্ত ধারণাও দূর করেন যে, ধ্যান কেবল আধ্যাত্মিক সাধকদের জন্যই নির্দিষ্ট; বরং তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, ধ্যান সকলের জন্যই উন্মুক্ত এবং এটি সাধারণ মানুষকেও উচ্চতর চেতনার স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(আঠাশতম পর্ব)

গ্রাম। সেই গ্রামে বাপ হারা ছেলে দুখেকে নিয়ে বাস করতেন এক দরিদ্র রমণী। ফাইফরমাস খাটানোর নামে দুখে'কে সুন্দরবনে মধু আহরণ করতে নিয়ে যান দুখের জ্ঞাতি কাকা, পাশের গ্রামের দুই ধুরন্ধর ব্যবসায়ী ধনা আর মনা।সুন্দরবনের গ্রাম গঞ্জের বনবিবি যাত্রাপালা এই ইতিহাস দেখানো হয়। সুন্দরবনের জঙ্গলের জলে নামার আগে দুখের মা দুখেকে বলেন, "বনে আমার মতো তোর আর এক মা আছেন। যখন কোনও বিপদে পড়বি তাঁকে ডাকবি। তিনি তোকে রক্ষা করবেন"। জলে ভাসলো

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বহরমপুরে বর্ণাঢ্য রোড শো-পদযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী, উপচে পড়ল জনতার ঢল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহরমপুরের পদযাত্রায় উপচে পড়ল ভিড়। আজ রবিবার বিকেলে গির্জা মোড় থেকে খাগড়া চৌরাস্তা পর্যন্ত পদযাত্রা হয়। তবে পুরনো কান্দি বাসস্ট্যান্ডে ব্যাপক ভিড় দেখা যায়। তার মধ্যে বিটি কলেজের কাছে একটি দোকানের সামনে পাঁচ মিনিট চেয়ারে বসে বিশ্রাম নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এছাড়া একদা অধীর গড় হিসেবে পরিচিত বহরমপুরে রোড-শো করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে গির্জার মোড় থেকে খাগড়া চৌরাস্তা মোড় নেতাজি স্ট্যাচু পর্যন্ত এই রোড শো করেন তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন। প্রার্থী ছাড়াও এই পদযাত্রায় পা মিলিয়েছেন এলাকার সর্বস্তরের দলীয় নেতৃত্ব। আর রাস্তার দু'ধারে সাধারণ মানুষের সমাগম চোখে পড়ার মতো। এই মিছিলে তৃণমূলের পতাকা, পোস্টার এবং প্রচুর মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বহরমপুরের এই পদযাত্রা আগামী বিধানসভা

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আমাদের মাতৃকা উপাসনাময় ধর্মে উত্তরাধিকার হরপ্পা সভ্যতা থেকেই এসেছে, বৈদিক সভ্যতা থেকে নয়। দেবীপ্রসাদের দীর্ঘ বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, আমি পুরোটাই তুলে দিলাম।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আত্মনির্ভরশীলতা এক যুগান্তকারী প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে রেল

নয়াদিল্লি: ৪ এপ্রিল ২০২৬

২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভারতীয় রেলওয়ে শক্তিশালী ও সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির এক বছর অতিবাহিত করেছে। পণ্য পরিবহন, যাত্রী পরিষেবা, পরিকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ডিজিটাল উদ্যোগ — সর্বত্রই তারা উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। পাশাপাশি প্রযুক্তি ও উৎপাদন ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনেও তারা এগিয়েছে, যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন এবং দেশজুড়ে দক্ষ ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেই জোরালোভাবে তুলে ধরে।

রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এক্স প্ল্যাটফর্মে এক বার্তায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভারতীয় রেলওয়ের এই যুগান্তকারী অগ্রগতির বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি পণ্য ও যাত্রী পরিবহণে রেকর্ড-সংখ্যক সাফল্য, নতুন বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনসহ বন্দে ভারত পরিষেবার প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ, দুর্ঘটনার হার হ্রাস এবং উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে সুরক্ষায় ঐতিহাসিক উন্নতি এবং স্টেশন ও টার্মিনাল পরিকাঠামোর সুদৃঢ়করণ প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, এই সমস্ত পদক্ষেপই দেশজুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং যাত্রীদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করেছে।

সারা বছর জুড়ে রেল চলাচল ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রতিদিন প্রায় ২৫,০০০ ট্রেন চলাচল করেছে, যা দেশজুড়ে ব্যাপক সংযোগ নিশ্চিত করেছে। যাত্রীচাপের সর্বোচ্চ সময়গুলোতে অতিরিক্ত বিশেষ ট্রেন পরিষেবার সূচনা করা হয়েছিল, যা যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা ও সহজলভ্যতাকে আরও উন্নত করেছে।

পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জিত হয়েছে; এই বছরে মোট ১,৬৭০ মিলিয়ন টন পণ্য বোঝাই ও পরিবহন করা হয়েছে। এই প্রবৃদ্ধি ভারতীয় রেলের কয়লা, সিমেন্ট, সার এবং খাদ্যশস্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ পণ্যগুলো দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার সক্ষমতাকেই প্রতিফলিত করে, যার ফলে বিভিন্ন খাতের অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহ শৃঙ্খল অটুট রাখা সম্ভব হয়েছে।

উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে, ভারতীয় রেল ১,৬৭৪টি লোকোমোটিভ বা ইঞ্জিন তৈরি করে তাদের মেক ইন ইন্ডিয়া প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করেছে। যাত্রী পরিবহণের বগি বা রোলিং স্টক-এর আধুনিকীকরণের কাজও অব্যাহত। এই সময়ে ৬,৬৭৭টি এলএইচবি কোচ তৈরি করা হয়েছে, যা যাত্রীদের জন্য আরও নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে।

যাত্রী পরিষেবায় এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের প্রবর্তনের মাধ্যমে, যা বন্দে ভারত এবং অমৃত ভারত ট্রেনের বিদ্যমান বহরে নতুন সংযোজন হিসেবে যুক্ত হয়েছে। এই পরিষেবাগুলো বিশেষ করে দূরপাল্লার যাত্রার ক্ষেত্রে দ্রুততর, আধুনিক এবং যাত্রী-বান্ধব ভ্রমণের বিকল্প প্রদানের লক্ষ্যে এক বিশাল অগ্রগতির প্রতীক।

নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্যোগগুলোও নতুন গতি পেয়েছে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি 'কবচ' নামক স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে। বর্তমানে ৩,১০০ রুট কিলোমিটার পথে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং আরও ২৪,৪০০ কিলোমিটার পথে এটি বাস্তবায়নের কাজ পুরোদমে চলছে। প্রযুক্তি-নির্ভর এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো ট্রেনের সংঘর্ষ প্রতিরোধ করা এবং রেল পরিচালনার সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ডিজিটাল রূপান্তর একটি প্রধান ফোকাস ক্ষেত্র হিসেবে বজায় ছিল। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে 'RailOne' অ্যাপ চালু হওয়ার ফলে যাত্রীরা টিকিট বুকিং, ট্রেনের তথ্য অনুসন্ধান এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম লাভ করেন। এর পাশাপাশি, টিকিট ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে ৩.০৪ কোটিরও বেশি সন্দেহজনক ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট বাতিল করা হয়, যা রেল পরিষেবা প্রাপ্তিতে সকলের জন্য ন্যায্য সুযোগ

এরপর ৬ পাতায়

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

মার্কিন পাইলটদের উদ্ধারের সময় ইরানের আকাশে 'রহস্যময় বস্তুর' হানা, মৃত ৫

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে সামরিক উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। ইরান ও আমেরিকার মধ্যে সংঘাত ঘিরে একের পর এক ঘটনা সামনে আসছে। ভেঙে পড়া যুদ্ধবিমান, নিখোঁজ ক্রু সদস্য এবং ঝুঁকিপূর্ণ উদ্ধার অভিযান, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। ইরানের বিপ্লবী রক্ষীবাহিনী জানিয়েছে, ভেঙে পড়া একটি যুদ্ধবিমানের ক্রু সদস্যকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমেরিকার চালানো সামরিক অভিযানে অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছে এবং একটি পরিবহন বিমানসহ একাধিক উড়ন্ত যান ধ্বংস হয়েছে।এর আগে, ইরান মধ্যাঞ্চলের আকাশে একটি এফ-১৫ই যুদ্ধবিমান গুলি করে ধ্বংস করে। বিমানে থাকা দুই ক্রুর

একজনকে দ্রুত উদ্ধার করা হলেও অন্যজন নিখোঁজ ছিলেন। ট্রাম্প জানান, দ্বিতীয় উদ্ধার অভিযানের নিরাপত্তার স্বার্থেই তথ্য গোপন রাখা হয়েছিল। এই ঘটনায় দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিস্থিতি ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর সমন্বয়কারী কেন্দ্র খাতাম আল আনবিয়া কেন্দ্রীয় সদর দফতরের মুখপাত্র জানান, ধ্বংস হওয়া বিমানগুলোর মধ্যে ছিল ইসফাহানের দক্ষিণে একটি সি-১৩০ সামরিক পরিবহন বিমান এবং দুটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার। পাশাপাশি, একটি ইজরায়েলি ড্রোনও ধ্বংস করার দাবি করেছে ইরান।

অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ইরানের গুলিতে ধ্বংস হওয়া একটি এফ-১৫ই স্ট্রাইক ঈগল যুদ্ধবিমানের নিখোঁজ ক্রু সদস্যকে এক সাহসী ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি বলেন, কর্নেল পদমর্যাদার ওই কর্মকর্তা আহত হলেও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে। মার্কিন সামরিক বাহিনী ট্রাম্পের নির্দেশে উদ্ধার অভিযানে অংশ নিতে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বহু যুদ্ধবিমান ও বিশেষ বাহিনী মোতায়েন করে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, শতাধিক বিশেষ প্রশিক্ষিত সেনা ইরানের গভীরে প্রবেশ করে ওই পাইলটকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসে।

(৪ পাতার পর)

বহরমপুরে বর্ণাঢ্য রোড শো-পদযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী, উপচে পড়ল জনতার ঢল

নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলের প্রভাব বাড়াবে এখন সেটাই দেখার।এই পদযাত্রা শেষে গাড়িতে ওঠার মুখে নেত্রীর গাড়ির সামনে গিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন এক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা শুনে বিধানসভা নির্বাচনের পরে বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দেন।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সামশেরগঞ্জের পর সভা করেন জিয়াগঞ্জে। সেখান থেকে রোড-শো করতে পৌঁছন বহরমপুরে। আর এখান থেকেই রোড-শো করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বহরমপুরে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে বর্ণাঢ্য রোড-শো ও পদযাত্রা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গির্জা মোড় থেকে শুরু হয়ে খাগড়া চৌরাস্তা পর্যন্ত এই মিছিলে সাধারণ মানুষের ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায়। তিনি দলীয় প্রার্থীর হয়ে ভোট প্রচার করেন এবং কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটিতে তৃণমূলের শক্তি প্রদর্শন করেন। ১.৬ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেন তৃণমূল সুপ্রিমো এই রোড-শোয়ে।

অন্যদিকে কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত বহরমপুর। এখানে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন অধীররঞ্জন চৌধুরী। তিনি পাঁচবারের সাংসদ হলেও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের কাছে হেরে যান। এবার ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সেখানে এই বিশাল মিছিল এবং তাতে ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এই মিছিল চলাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের দিকে হাত নাড়েন এবং অনেকের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

(৫ পাতার পর)

আত্মনির্ভরশীলতা এক যুগান্তকারী প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে রেল

নিশ্চিত করেছে।

পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজও পূর্ণ গতিতে এগিয়েছে; ৩৫টি 'গতি শক্তি কার্গো টার্মিনাল' চালু হওয়ার ফলে লজিস্টিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যমের মধ্যে সমন্বয় সহজতর হয়েছে। এছাড়া, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় ১১৯টি স্টেশনকে নতুন করে সাজানো হয়েছে, যেখানে যাত্রীদের জন্য উন্নত সুযোগ-সুবিধা এবং উন্নততর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতেও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে। বৈরাবি-সাইরাং রেললাইনের মাধ্যমে আইজল পর্যন্ত রেল যোগাযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করেছে। একই সময়ে, বেশ কিছু বৃহৎ সেতু নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরে সব ঋতুতে সচল রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করা হয়েছে।

এই সাফল্যগুলি ভারতীয় রেলের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিকীকরণ, নিরাপত্তা জোরদার করা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রতি তাদের ধারাবাহিক মনোযোগেরই প্রতিফলন। আগামী দিনগুলোতেও, একটি উন্নত ভারতের স্বপ্নকে সামনে রেখে আরও দক্ষ, প্রযুক্তি-নির্ভর এবং যাত্রী-কেন্দ্রিক রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই সংস্থাটি তার অঙ্গীকারে অটল থাকবে।

সিনেমার খবর

যে সিনেমার ব্যর্থতায় কেঁদেছিলেন আমির খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের মিস্টার পারফেকশনিস্ট অভিনেতা আমির খানের চার বছর কেটে গেছে, কিন্তু এখনো কোনো সিনেমায় অভিনয় করেননি তিনি। ভেবেছিলেন সিনেমা ছেড়ে দেবেন। যদিও সেই সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে এসেছেন অভিনেতা।

সিনেমা 'থ্রি ইডিয়টস' থেকে 'পিকে'— বক্স অফিসে চুটিয়ে ব্যবসা করেছে। কিন্তু 'লাল সিং চাড্ডা' সিনেমার ক্ষেত্রেই উল্টে গেল পুরো চিত্র। হলিউডের সুপার হিট সিনেমা 'ফরেস্ট গাম্প'-এর গল্পই হিন্দিতে বলার চেষ্টা করেছেন আমির খান। সেই সিনেমার স্বত্ব কেনার জন্য নায়ককে সাহায্য করে একটি সংস্থা। আর সেই সিনেমার স্বত্ব কেনার জন্য নায়ককে ১৮০ কোটি টাকা দেয় ওই সংস্থাটি। কিন্তু তারপর সেই সিনেমার বিষয়ে তাদের কোনো মতামতই নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি আমির খান। ভেবেছিলেন সহজেই তার সেই সিনেমা ৩০০ কোটির ব্যবসা করবে। কিন্তু তা হয়নি। স্বপ্নভঙ্গ হয় তার।

আমির খান বলেন, 'লাল সিং চাড্ডা' সিনেমার ব্যর্থতার পর সারা দিন ধরে এসব ভাবতে ভাবতে তার চোখে পানি চলে আসত। অবসাদে ডুবে যেতেন তিনি।

সিনেমাটি তৈরি হতে সময় নেন তিন বছর। মুক্তি পায় ২০২২ সালে। আশা ছিল, বক্স অফিসে সাড়া ফেলে দেবে সেই সিনেমা। কিন্তু হলো উল্টোটাই। সমালোচনায় জর্জরিত হয়ে পড়লেন মিস্টার পারফেকশনিস্ট।

'লাল সিং চাড্ডা' সিনেমার ব্যর্থতার পর চার বছর কেটে গেছে। আর কোনো সিনেমায় অভিনয় করেননি তিনি। ভেবেছিলেন সিনেমা ছেড়ে দেবেন। যদিও সেই সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থেকেছেন। তবে কবে আবার পর্দায় মুখ দেখাবেন তিনি, তা নিয়ে সন্দিহান আমির খান নিজেই।

যদিও ছেলে জুনেইদের 'এক দিন' সিনেমার কাজ নিয়ে এ মুহূর্তে তিনি ব্যস্ত। তবু ভুলতে পারেন না সেই সময়টা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আমির খান বলেন, আমি খুব সহজেই ধরে নিয়েছিলাম— ২০০ কোটির সিনেমা ৩০০ কোটি অনায়াসে ব্যবসা করবে। আসলে আমি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলাম। এই মনে হওয়াটা ভুল ছিল। আসলে এ সিনেমাটা মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারেনি।

তিনি বলেন, সেই সময় এ ব্যর্থতার কথা ভেবে ভেবে সারা দিন আমার চোখে পানি চলে আসত। আমি নিজের আবেগকে ধরে রাখতে পারতাম না। কিন্তু সেই সময় আমার মা, দুই বোন, আমার সন্তানরা, আমার সাবেক স্ত্রী— সবাই সহযোগিতা করেছে ওই পরিস্থিতি থেকে আমাকে বার করার জন্য।

দুবাইয়ে 'ভীষণ ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল'

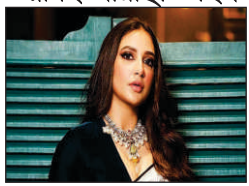

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দুবাইয়ে কয়েক দিন আটকে থাকার পর অবশেষে নিজ দেশে ফিরেছেন টালিউড অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলী। মুম্বাই হয়ে কলকাতায় পৌঁছান তিনি। সঙ্গে ছিলেন তার ছেলে ইউভান। কলকাতা বিমানবন্দরে নেমেই গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন অভিনেত্রী।

গণমাধ্যমকে অভিনেত্রী বলেন, 'সকলকে ধন্যবাদ। সবার ভালবাসা, সকলের সমর্থন ওই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমাকে এবং আমার পরিবারকে লড়াই করার শক্তি দিয়েছে। ধন্যবাদ সকলকে। ওখানকার অভিজ্ঞতা ভাগ করতে পারব না এখনই। ভীষণ ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিল এবং আমি এখন সত্যিই বিধ্বস্ত। সকলে ভাল থাকবেন।'

মূলত ছেলে ইউভানের স্কুলের পরীক্ষা শেষ হওয়ায় তার আবদার মেটাতেই মা-ছেলে কয়েক দিনের জন্য দুবাই ভ্রমণে গিয়েছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে ইরানে ইসরাইল-যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলা শুরু হলে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে ফ্লাইট চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এবং তারা সেখানে আটকে পড়েন।

অভিনেত্রীর বাবা দেবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, দুবাইয়ে তারা যে হোটেলে ছিলেন তার আশপাশেও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। যদিও মা-ছেলে নিরাপদেই ছিলেন। কিন্তু তাদের দেশে ফেরার আগ পর্যন্ত দুই পরিবারের সদস্যরা চরম উদ্বেগে ছিলেন।

অন্যদিকে রাজ চক্রবর্তী জানান, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। মূলত ৫ মার্চ দেশে ফেরার কথা থাকলেও সেই যাত্রা পিছিয়ে যায়। পরে মুম্বাই হয়ে শুক্রবার কলকাতায় পৌঁছান শুভশ্রী ও ইউভান।

সিনেমার প্রয়োজনে আস্ত শহর নির্মাণ, নতুন ছবিতে চমকে দেবেন সালমান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের 'ভাইজান' সালমান খানের ভক্তদের জন্য বড় সুখবর। বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা 'মাতৃভূমি' মুক্তির অপেক্ষায় থাকার মাঝেই নিজের পরবর্তী প্রজেক্ট নিয়ে মাঠে নামছেন এই মহাতারকা। দীর্ঘ জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে দক্ষিণী প্রযোজক দিল রাজু এবং জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক বংশী পাইডিপল্লীর বিগ বাজেট অ্যাকশন সিনেমার শুটিং শুরু হতে যাচ্ছে আগামী ১৪ এপ্রিল।

মুম্বাইয়ের গোরেগাঁও এসআরপিএফ গ্রাউন্ডে বিশাল আয়োজনে এই সিনেমার প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হবে বলে জানা গেছে।

সূত্রমতে, এই সিনেমার জন্য কোনো সাধারণ সেট নয়, বরং একটি আস্ত 'মিনি সিটি' বা ছোট শহর তৈরি করা হচ্ছে। সেটটি এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যাতে একটি ঘনবসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চল বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপের আবহ পাওয়া যায়। ছবির গল্পের প্রয়োজনে সেখানে হাইভোল্টেজ ও বড় মাপের অ্যাকশন সিক্যুয়েন্সের চিত্রায়ন করা হবে।

সিনেমার সঙ্গে যুক্ত একজন ইনসাইডার জানিয়েছেন, সেট নির্মাণ থেকে শুরু করে অ্যাকশন কোরিওগ্রাফি এবং কাস্টিং—সবই প্রায় চূড়ান্ত। একটি উচ্চাভিলাষী প্রজেক্ট হিসেবে পরিচালক বংশী পাইডিপল্লী সালমান খানকে সম্পূর্ণ নতুন এক লুকে পর্দায় হাজির করতে যাচ্ছেন।

নাম ঠিক না হওয়া এই সিনেমাটিতে বলিউড ও দক্ষিণী সিনেমার নামী তারকাদের এক বিশাল সমাহার থাকবে বলে আভাস পাওয়া গেছে। সালমানের অত্যন্ত প্রিয় একটি অ্যাকশন থ্রিলার স্ক্রিপ্ট এবং এর ভেতরের আবেগঘন গল্পই তাকে এই প্রজেক্টে যুক্ত হতে উৎসাহিত করেছে।

নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ২০২৭ সালে সিনেমাটি বড় পর্দায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। সালমানের চিরচেনা বাণিজ্যিক ঘরানার সঙ্গে দক্ষিণী মেকিংয়ের মেলবন্ধনে তৈরি এই ছবিটি বক্স অফিসে নতুন রেকর্ড গড়বে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

জলে গেল সুদর্শনের লড়াই, শেষ ওভারে জয়ী রাজস্থান!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা : ১২ বলে দরকার ১৫। ক্রিজে রশিদ খান ও রাবাডা। সেই সময়ে গুজরাট দলের ক্রিকেটারদের থেকে যেন মনে হচ্ছিল, ম্যাচ তাঁরা প্রায় জিতেই গিয়েছেন। কিন্তু ১৯ তম ওভারে বলে এলেন জোফ্রা আর্চার। দিলেন মাত্র ৪ রান। শেষ ওভারে এলেন তুষার দেশপান্ডে। তাঁর একার হাতেই ম্যাচ নিয়ে চলে গেল রাজস্থান। ২ বলে দরকার ছিল ৭ রান। ওভারের পঞ্চম বলে আউট হয়ে গেলেন রশিদ, তখনই যেন লেখা হয়ে গিয়েছিল ম্যাচের ভাগ্য। ২১১ রান তাড়া করতে নেমে গুজরাট করল ২০৪/৮। ৬ রানে জিতল রাজস্থান।

টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজস্থান। আজ রানে ফিরলেন যশস্বী জয়সোয়াল। ৩৬ বলে ৫৫ করলেন যশস্বী। বৈভব করলেন ১৮ বলে ৩১। তারপর থেকেই গুজরাটের আমেদাবাদে যেন ধ্রুব জুয়েল শো। ৪২ বলে ৭৫ রান করলেন জুরেল। তাঁর জন্যেই ২০ ওভার শেষে ২১০/৭ করল রাজস্থান। ৪২ রান দিলেও ২ উইকেট পেলেন রাবাডা। একটি করে উইকেট পেলেন সিরাজ, অশোক শর্মা, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, রশিদ খান।

ব্যাটে নেমে শুরু থেকেই ঝড় তুলেছিলেন সাই সুদর্শন। ৪৪ বলে ৭৩ করেছিলেন সুদর্শন। আজ অভিষেকে ১৪ বলে ১৮ করলেন কুমার কুশাগ্র। ১৪ বলে ২৬ করলেন জোস বাটলার। এরপর থেকেই যেন কামব্যাক করল রাজস্থান। ১২৭/৩ থেকে ১৬১/৭ হয়ে যায় গুজরাট। এরপরেই পাল্টা লড়াই শুরু করেন রশিদ খান ও কাগিসো রাবাডা। একসময় ১২ বলে ১৫ রান প্রয়োজন ছিল গুজরাটের। কিন্তু ১৯তম ওভারে এসে আর্চার দিলেন মাত্র ৪ রান। সেখানেই হয়ত ম্যাচ ঘুরল রাজস্থানের জন্য। ৪ উইকেট পেলেন রবি বিষ্ণোই। ১টি করে উইকেট পেলেন তুষার, রিয়ান পরাগ ও বার্গার।

আইপিএলের সর্বোচ্চ গতির বল করলেন অশোক শর্মা। ১৫৪ কিলোমিটারের বেশি বল করে ইতিমধ্যেই আইপিএলে রেকর্ড গড়লেন তিনি। কিন্তু শেষ ওভার পর্যন্ত উত্তেজনা বজায় রাখলেন তুষার দেশপান্ডে। ৬ বলে দরকার ছিল ১০ রান। কে জানত, সেই অবস্থাতেও উত্তেজনা বজায় রাখবে রাজস্থান ? শেষ অবধি শেষ ওভারে এল মাত্র ৪ রান। রাজস্থান জিতল মাত্র ৬ রানে। শেষ বলের আগের বলে আউট হলেন রশিদ খান (২৪)। অসাধারণ কামব্যাক রাজস্থান রয়্যালসের। একসময় ম্যাচ জয়ের আশা শেষ হয়ে গিয়েছিল তাঁদের। অসাধারণ কামব্যাক করে তুষাররা প্রমাণ করলেন,"এভাবেও ফিরে আসা যায়।"

আফ্রিকান কনফেডারেশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে গেল সেনেগাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আফ্রিকান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিতর্কিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি পথে হাঁটল সেনেগাল জাতীয় ফুটবল দল। দেশটির ফুটবল ফেডারেশন ফাইনালের ফল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে আপিল করেছে।

গত ১৮ জানুয়ারি মরক্কোর রাজধানী রাবাতে অনুষ্ঠিত আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সের ফাইনালে ১-০ গোলে জয় পেয়েছিল সেনেগাল। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ড্রয়ের পর অতিরিক্ত সময়ে পাপ গেয়ির একমাত্র গোলে শিরোপা নিশ্চিত করে দলটি।

ম্যাচের শেষ দিকে একটি বিতর্কিত মুহূর্ত তৈরি হয়, যখন মরক্কো কর্নার পায় এবং ব্রাহিম দিয়াস ডি-বক্সে ফাউলের শিকার হন। ভিএআরের সহায়তায় রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন। তবে সেই পরিস্থিতি ঘিরে মাঠে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় এবং কিছু সময় খেলা বন্ধ থাকে। পরে খেলা পুনরায় শুরু হলে জয় ধরে রাখে সেনেগাল।

কিন্তু পরবর্তীতে আফ্রিকান ফুটবল কনফেডারেশন (সিএএফ) এক বিবৃতিতে জানায়, সেনেগাল নাকি ম্যাচ বর্জন করেছিল। সেই অভিযোগে ম্যাচের ফল ৩-০ ব্যবধানে মরক্কোর পক্ষে ঘোষণা করা হয়।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সেনেগাল ফুটবল ফেডারেশন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে আপিল করেছে। বিষয়টি নিয়ে তাদের আইনজীবীরা প্যারিসে সংবাদ সম্মেলন করবেন।

এদিকে সেনেগাল সরকার এই সিদ্ধান্তকে 'চরম বেআইনি' বলে উল্লেখ করেছে এবং পুরো ঘটনায় সম্ভাব্য দুর্নীতির অভিযোগ তুলে স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

নেইমারকে ছাড়া বিশ্বকাপ কল্পনা করা যায় না : এমবাপ্পে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপকে সামনে রেখে ব্রাজিল দলে নেইমার জুনিয়র থাকবেন কি না। এটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এই ইস্যুতে মন্তব্য করেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ফ্রান্স অধিনায়ক জানিয়েছেন, নেইমারকে ছাড়া বিশ্বকাপ কল্পনা করাই কঠিন। তবে ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তির সিদ্ধান্তকেও তিনি সম্মান করেন।

ব্রাজিলিয়ান গণমাধ্যম গ্লোবোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমবাপ্পে বলেন, নেইমার এমন একজন খেলোয়াড় যিনি যেকোনো সময় ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। সাবেক সতীর্থ হিসেবে তার প্রতি আস্থা রেখেই তিনি বলেন, ফিট থাকলে নেইমার অবশ্যই মাঠে নামবেন।

বর্তমানে রিয়াল মাদ্রিদের সতীর্থ ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকেও প্রশংসায় ভাসিয়েছেন এমবাপে। তার মতে, ক্লাবের পারফরম্যান্স জাতীয় দলেও ধরে রাখতে পারলে ব্রাজিল আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

নেইমার প্রসঙ্গে এমবাপ্পে বলেন, 'বিশ্বকাপ তারকাদের মঞ্চ, আর নেইমার সর্বকালের সেরাদের একজন।' তবে একইসঙ্গে আনচেলত্তির 'শতভাগ ফিট' নীতির প্রতিও সমর্থন জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে ব্রাজিল ও ফ্রান্স আজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে। ম্যাচটিকে ২০২৬ বিশ্বকাপ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দেখছেন এমবাপ্পে।

ব্রাজিলকে নিয়ে ফরাসি এই তারকা বলেন, পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে কেউই ফেভারিট নয়। তাই জয়ের চেয়ে নিজেদের সেরা খেলাটা খেলাই তাদের মূল লক্ষ্য।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR